গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।
ওয়েব সাইটঃ www.techedu.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০০১.১৮.৪৫০.২১/ ০২ তারিখঃ ১০/০৮/২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের ফলে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত Sub Committee on Investment, Domestic Market Development and Export Diversification এর ২৪/০৬/২০২১ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ৩.১ (ছ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরীর বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন/প্রস্তাবনা তৈরীর লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪ জুলাই ২০২১ তারিখে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের ফলে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত Sub Committee on Investment, Domestic Market Development and Export Diversification এর ২৪/০৬/২০২১ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ৩.১ (ছ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরীর বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন/প্রস্তাবনা তৈরীর লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪ জুলাই ২০২১ তারিখে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কাযার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক (২৯ফর্দ)।

১০/৮/২০২১

(ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি)
অতিরিক্ত সচিব
ও
মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা।

সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০০১.১৮.৪৫০.২১/ ০২(২) তারিখঃ ১০/০৮/২০২১ খ্রিঃ
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। নথি।

প্রতিবেদন

বিষয়ঃ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের ফলে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত Sub Committee on Investment, Domestic Market Development and Export Diversification এর ২৪/০৬/২০২১ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ৩.১ (ছ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরীর বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন/প্রস্তাবনা তৈরীর লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪ জুলাই ২০২১ তারিখে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন।

১.১ কমিটির কর্ম পরিধিঃ

দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় চাহিদা ও সুনির্দিষ্ট পরামর্শসহ বিভিন্ন ট্রেড চিহ্নিত করে প্রস্তাবনা প্রণয়ন (সংলাগ-১)।

২.০ ভূমিকা (Background):

২০২১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছে। বর্তমান বাংলাদেশ তারুণ্য নির্ভর একটি দেশ, যার রয়েছে Demographic Dividend সুবিধা। বিগত একদশক ধরে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে অগ্রগতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমাদের সামনে রয়েছে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ হওয়ার লক্ষ্য। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বেসরকারি খাত ক্রমান্বয়ে বিকশিত হচ্ছে। সরকার দেশের শিল্পখাত ও সার্ভিস সেক্টর উন্নয়নে যুগপৎ কাজ করে যাচ্ছে। তৈরী পোষাক রপ্তানীতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৩য়। আমাদের দেশের নাগরিকরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে এবং দেশের উন্নয়নে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে দেশে পাঠাচ্ছে। অপর দিকে, বাংলাদেশের গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, আইসিটি সেক্টর ও পোল্ট্রি শিল্পে অনেক সংখ্যক বিদেশি নাগরিক কাজ করছে যাদের জন্য বাংলাদেশকে প্রতি বছর প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার খাত। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ: (i) দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে মানসম্পন্ন ও দক্ষ জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ, (ii) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা এবং (iii) দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের ফলে ২০২৬ সাল থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে এগোতে হবে। একই সাথে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী নতুন সাধারণ অবস্থায় নানাবিধ চাহিদা মোকাবেলা করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দক্ষতার সহিত টিকে থাকা এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন করে ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমাদের দেশে সেক্টর ভিত্তিক দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরী করা আবশ্যক। আমাদের উৎপাদন খাত ও সেবাখাতের বিভিন্ন উপ-খাতে দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরীর বিষয়ে সুপরিকল্পিত ও বাস্তব ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।

তাছাড়াও, দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরীর ক্ষেত্রে বৈশ্বিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমনঃ i) Changing Global Order; (ii) Industry Consolidation; (iii) Reconfiguration of Supply Chains; (iv) Digital Transformation; (v) Changing Consumer demands and; (vi) Renewed focus on sustainability বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন হবে।

৪.০ দক্ষ কর্মী ব্যবস্থাপকের স্থানীয় ও বৈদেশিক কর্মবাজারের চাহিদা পর্যালোচনাঃ

বর্তমানে বাংলাদেশের উৎপাদন ও সার্ভিস সেক্টরে গড়ে প্রতিবছর প্রায় ১০ লক্ষ কর্মীর চাহিদা রয়েছে।
(সূত্রঃ BIDS-SEIP Skills gap analysis (2017) study)

৪.১ দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপকের চাহিদার প্রধান খাত/সেক্টরসমূহ (উৎপাদন ও সেবা):

ক) কৃষি ও কৃষিজাত (কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ);
খ) পরিবহন (সড়ক, রেল ও নৌপথ);
গ) শিল্প[অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত,অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও কুটির,মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প (শিল্পখাত বলতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রওকুটির, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভূক্ত সকল খাত/উপখাতকে বুঝাবে)];
ঘ) গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল;
ঙ) আইসিটি;
চ) স্বাস্থ্য/Health Care;
ছ) ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি;
জ) বেজা'র শিল্পাঞ্চল সমূহ;
ঝ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি;
ঞ) নির্মাণ শিল্প;
ট) প্লাস্টিক শিল্প;
ঠ) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং;
ড) অটোমোবাইলস;
ঢ) ইলেকট্রনিক্স শিল্প;
ন) বিশেষায়িত উৎপাদন ও সেবাখাত (মেগাপ্রজেক্ট, পোর্ট ইত্যাদি);
ণ) ফেসিলিটিজ ম্যানেজমেন্ট (ক্লিনিং এন্ড হাইজিনসহ);
ত) কেমিক্যাল এন্ড লাইফ সাইন্স;
থ) ডিজাইন এন্ড মিডিয়া (AR/VR/MR/Netflix);
দ) ইঞ্জিনিয়ারিং (New Maintenance & Services)।

৪.২ বাংলাদেশে গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল, টেলিকমিনিকেশন, উচ্চ প্রযুক্তির উৎপাদন খাত, পোল্ট্রি রেয়ারিং এবং পোল্ট্রি ফিড ইত্যাদি সেক্টরে প্রায় ৫ লক্ষ বিদেশি নাগরিক কর্মরত রয়েছে। তাদের অধিকাংশ উচ্চ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষকর্মী বা ব্যবস্থাপক। তারা প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে নিয়ে যায়।(সূত্রঃForeign workers Database: A report published in Daily Financial Express in December 18, 2020)

৪.৩ বেজা কর্তৃক স্থাপিত শিল্পাঞ্চলসমূহের শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক হিসেবে আগামী ৫ বছরে প্রায় ৪ লক্ষ প্রয়োজনীয় জনবলের প্রক্ষেপন রয়েছে। (সূত্রঃA2i Skills Demand in Bangladesh Economic Zones (2017) study)

৪.৪ বাংলাদেশ প্রতিবছর মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশে গড়ে প্রায় ৫ লক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করে। বিদেশগামী কর্মীদের মধ্যে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ও মালেশিয়ায় গমণকারীদের প্রায় অর্ধেক কোন বিশেষ দক্ষতা ছাড়াই গমণ করে। অবশিষ্ট কর্মীরা স্বল্প দক্ষতা নিয়ে গমন করে অথবা বিদেশে গিয়ে দক্ষতা অর্জন করে। তবে তাদের দক্ষতার কোন সনদ স্বীকৃতি নেই। মধ্যপ্রাচ্য ও মালেশিয়ায় বাংলাদেশ হতে দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীদের গমণের সুযোগ/চাহিদা রয়েছে।(সূত্রঃ BMET-A2i International Job Market Demand Analysis 2018)

৪.৫ বাংলাদেশ থেকে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা এবং আমেরিকায় উচ্চ দক্ষকর্মী (Professional) হিসেবে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

পরিচালনা করেন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে অকুপেশন ভিত্তিক শর্টকোর্স-এ মোট ছাত্র-ছাত্রীর আসন সংখ্যাঃ ১,৩৮,৭৯১জন (সূত্রঃ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড)।

৫.১.১ জাতীয় দক্ষতামান (NTVQF) অনুযায়ী শর্টকোর্স পরিচালনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সনদবিহীন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের অর্জিত দক্ষতার স্বীকৃতি (RPL) প্রদানের জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে Registered Training Organization (RTO) হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে নিবন্ধিত RTO এর মোট সংখ্যা ৫০০(সরকারি প্রতিষ্ঠান ১০০টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৪০০টি) (সূত্রঃ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড)। এ লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিত STP এর সংখ্যা-১৬০ টি ।

৫.১.২ পর্যালোচনায় দেখা যায় অকুপেশন ভিত্তিক শর্টকোর্সসমূহ জাতীয় দক্ষতামান অনুযায়ী পরিচালিত হয় না এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ মূল্যায়ণ পদ্ধতিতে ভিন্নতা রয়েছে। নিবন্ধিত সকল RTO প্রতিষ্ঠান জাতীয় দক্ষতামান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করেনি।

৫.১.৩ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কেন্দ্রিয়ভাবে জাতীয় দক্ষতামান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ মূল্যায়ণ ও সনদায়নের দায়িত্ব পালন করছে। তবে, মূল্যায়ন ও সনদায়নের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক এসেসর তৈরী সম্ভব না হওয়ায় এ কাজে তাদের সক্ষমতার অভাব রয়েছে। বিভিন্ন সেক্টর/শিল্প চাহিদা ভিত্তিক অকুপেশন ভিত্তিক স্ট্যান্ডার্ড তৈরী করা হয়নি। বর্তমানে, ১৩টি সেক্টরের বিভিন্ন অকুপেশনের ৪০৬টি Competency Standard (CS) তৈরী করা হলেও এ সমস্ত Competency Standard অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় নাই। বর্তমানে NTVQF/BNQF অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) ও দক্ষতা মূল্যায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫.১.৪ অর্থ বিভাগের আওতায় পরিচালিত Skills for Employment Investment Program (SEIP) এর আওতায় শ্রমবাজারের চাহিদাভিত্তিক শর্টকোর্স পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মে নিযুক্তি নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও সকল ক্ষেত্রে জাতীয় দক্ষতামান অনুসরণ করা হয় না।

৫.১.৫ বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে/সার্ভিস সেক্টরে সীমিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকলেও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও সংখ্যার পূর্ণাঙ্গ তথ্যসমৃদ্ধ ডাটাবেইজ নেই। কর্মরত কর্মীদের Skills re-skilling & up-skilling সম্পর্কে কোন ডাটাবেইজ নেই।

৫.২ ট্রেড ভিত্তিক ভোকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রমঃ

৫.২.১ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সরকারি ৯৯টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) এবং বিএমইটির অধিন সরকারি ৪৫টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) ২ বছর মেয়াদি এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৫.২.২ বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ১০০টি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। বেসরকারি ২২০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৪৫০টি বেসরকারি দাখিল মাদ্রাসা তাদের নিয়মিত বিদ্যালয়/মাদ্রাসা কাযক্রমের সংযুক্ত হিসেবে এসএসসি ভোকেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করে। পাশাপাশি ইউসেপ কর্তৃক ৫টি ও ঢাকা আহসানিয়া মিশন কর্তৃক ১টি প্রতিষ্ঠান এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষা কার্যক্রমে বছরে প্রায় ২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ রয়েছে (সূত্রঃ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড)।

৫.২.৩ এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পূর্ব হতে ২৯টি ট্রেড চালু আছে। বর্তমানে, সরকারি টিএসসিসমূহের জন্য ১৩টি কমন ট্রেড পুন:বিন্যাস করা হয়েছে। পুন:বিন্যাসকৃত ট্রেডসমূহের

৫.৬ শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরীর জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করে।

৬.০ চ্যালেঞ্জসমূহঃ

উপরোক্ত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় বর্তমানে দেশে বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক (উৎপাদন ও সার্ভিস) দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী/কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় স্থানীয় ও বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের যুবশক্তিকে দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কতিপয় সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	চ্যালেঞ্জসমূহ	যৌক্তিকতা/বর্ণনা
০১	বর্তমান প্রচলিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি শিক্ষা, বিভিন্ন সেক্টরের (উৎপাদন খাত ও সার্ভিস সেক্টর) এর চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ/সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।	১.১ সেক্টর ভিত্তিক উৎপাদন ও সেবা খাতে দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপকের ধরণ ও চাহিদার সুনির্দিষ্ট তথ্য নাই; ১.২ বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান/ সার্ভিস সেক্টরে বিভিন্ন চাকুরির যোগ্যতার স্তর/কাঠামোর বিভাজন ব্যাপকভাবে প্রচারিত নয়; ১.৩ দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও TVET শিক্ষা কার্যক্রমের কারিকুলাম শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ করে নিয়মিত পরিমার্জন/আপডেট করার সুযোগ খুবই সীমিত; ১.৪ সেক্টর ভিত্তিক শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ/কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপনের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী নয় এবং এবিষয়ে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই; ১.৫ সেক্টর ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান/সেবা সেক্টরের ট্রান্সফরমেশন ম্যাপ (ভবিষ্যত অর্থনীতি/চাকুরী বাজার/দক্ষতা) ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যায়ণ, প্রক্ষেপন ও পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রমের অভাব রয়েছে।
০২	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সক্ষমতা ও মান, কারিগরি শিক্ষার সক্ষমতা ও মান এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।	২.১ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে; ২.২ মানসম্মত প্রশিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। অকুপেশন ভিত্তিক শর্টকোর্স বিভিন্ন শিল্প/সেবা সেক্টরে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যাক মাস্টার ট্রেইনারের স্বল্পতা রয়েছে; ২.৩ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বে-সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বে-সরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অকুপেশন/ট্রেড/টেকনোলজি ভিত্তিক উন্নত/উপযুক্ত ল্যাবের অভাব রয়েছে; ২.৪ সকল শ্রেণীর (উৎপাদন ও সেবা) জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে; ২.৫ দক্ষতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ণ পদ্ধতির মান এক নয়; ২.৬ সকল দক্ষতা প্রশিক্ষণ মূল্যায়ণে জাতীয় দক্ষতামান (NTVQF) অনুসরণ করা হয়না;

		আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অভাব রয়েছে; ৫.৪ বিদেশগামী কর্মীদের সিংহভাগ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং সংশ্লিষ্ট দেশের চাকুরীদাতাদের (Employer) শর্তানুযায়ী বিদেশে যায়। এক্ষেত্রে সরকারের আরো ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে; ৫.৫ বিদেশগামী কর্মীদের সফট স্কিলস (ভাষা, ইমিগ্রেশন, বিমান ব্যবহার, বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে) প্রশিক্ষণের স্বল্পতা/সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
০৬	দক্ষতা প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমে Global Partnership and Bench Marking এর অভাব/সীমাবদ্ধতা রয়েছে।	৬.১ আমাদের দেশে MNC সমূহের মাধ্যমে সেক্টর ভিত্তিক কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি; ৬.২ দক্ষতা প্রশিক্ষণ/TVET এ উচ্চমান অর্জনকারী দেশ, যেমন, জাপান/জার্মানী/অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশসমূহের সাথে পার্টনারশীপ করা এখনো সম্ভব হয়নি; ৬.৩ আন্তর্জাতিক Accreditation Body এর সাথে আমাদের দক্ষতা সনদ স্বীকৃতি প্রদানের কোন চুক্তি নাই।
০৭	দক্ষ ব্যবস্থাপক/প্রফেশনাল তৈরীর নিমিত্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট এবং সরকারি/বে-সরকারি বিশেষায়িত ইনস্টিটিউটের মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে এবং এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের কার্যকর সংযোগের অভাব রয়েছে।	৭.১ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট ও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত বিশেষায়িত ইনস্টিটিউটসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের সাথে ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যকর যোগাযোগের অভাব রয়েছে, এসব ইনস্টিটিউটসমূহ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত চাকুরী প্রাপ্তির বিষয়ে সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই; ৭.২ বিশেষায়িত ইনস্টিটিউটসমূহের সাথে শিল্প/সার্ভিস সেক্টরের সংযোগের/কার্যকর যোগাযোগের অভাব রয়েছে।
০৮	বাংলাদেশের যুবশক্তিকে দেশ ও বিদেশের কর্মের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং কর্মে নিয়োজিত কর্মীদের Skill re-skilling, up-skilling এর বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নাই।	৮.১ সরকারি পর্যায়ে পরিচালিত কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বিষয় অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। দক্ষতা মুল্যায়নের পৃথক সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা নেই; ৮.২ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ মানসম্পন্ন নয় এবং স্থানীয় উৎপাদন ও সার্ভিস সেক্টরের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; ৮.৩ দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে উৎপাদন ও সার্ভিস সেক্টরের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ঘাটতি রয়েছে; ৮.৪ দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্ত:যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে এবং এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের সন্বয়ের অভাব রয়েছে; ৮.৫ বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের কি ধরণের দক্ষতার চাহিদা রয়েছে তার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান/ডাটাবেইজ নাই এবং আমাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সেভাবে প্রস্তুত নয়। যারা বিদেশে লোক পাঠায় তারা এ বিষয়সমূহকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে না।

	উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করার বিষয়ে (স্কিলস মার্কেটিং) এর কোন ব্যবস্থা নাই।	ও ব্যবস্থাপক তৈরী হচ্ছে তার কোন ডাটাবেইজ নাই; ১৪.২ দেশের সেক্টর ভিত্তিক দক্ষ কর্মীর চাহিদা বিষয়ে কোন পরিসংখ্যান নাই; ১৪.৩ দক্ষ কর্মীদের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমন্বয় নেই।

৭.০ সুপারিশসমূহঃ

উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ/সীমাবদ্ধতাসমূহ অতিক্রম করে স্থানীয় শিল্প ও সেবা সেক্টর এবং বিদেশে কর্ম উপযোগী দক্ষ কর্মী/টেকনিশিয়ান ও ব্যবস্থাপক তৈরীর বিষয়ে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের প্রস্তাব/সুপারিশ করা হলোঃ

স্বল্প মেয়াদিঃ

ক্রমিক	সুপারিশ	বাস্তবায়ন কৌশল
০১	স্থানীয় উৎপাদন ও সার্ভিস সেক্টরের বিভিন্ন খাত-উপখাতের দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপকের চাহিদা নিরূপন, দক্ষতা চাহিদা খাত-ভিত্তিক দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ এবং চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষার কন্টেন্ট, কারিকুলাম নির্ধারণের জন্য খাতভিত্তিক পর্যালোচনা কমিটি গঠন এবং পর্যালোচনা কমিটিসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।	১.১ স্থানীয় উৎপাদন ও সেবা সেক্টরের বিভিন্ন খাত-উপখাতের দক্ষ-কর্মী ও ব্যবস্থাপকের চাহিদা নির্ধারণ, খাত-উপখাত ভিত্তিক কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরীর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চিহ্নিতকরণ এবং চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমের কন্টেন্ট/কারিকুলাম নির্ধারণের নিমিত্ত সরকারি, বেসরকারি, পেশাজীবী সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন, বিষয় বিশেষজ্ঞ, একাডেমিশিয়ান ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে খাতভিত্তিক পর্যালোচনা কমিটি গঠন; ১.২ পর্যালোচনা কমিটিসমূহের কার্যাবলি তদারক ও সমন্বয়ের জন্য সরকারি, বেসরকারি, পেশাজীবী সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন, বিষয় বিশেষজ্ঞ, একাডেমিশিয়ান ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের মনিটরিং ও সমন্বয় কমিটি গঠন; ১.৩ মনিটরিং ও সমন্বয় কমিটি উৎপাদন ও সেবা সেক্টরের বিভিন্ন পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে ও বাস্তবায়ন দিক নির্দেশনা তৈরী করবে এবং নিয়মিত ফলো-আপ করবে।
০২	দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমের সঠিক মান নিশ্চিতকরণ।	২.১ সকল দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জাতীয় দক্ষতামান অনুযায়ী পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ; ২.২ NTVQF/BNQF/NSQF অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং মূল্যায়ণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক অ্যাসেসর তৈরী। সরকারি পলিটেকনিক/ টিএসসিসমূহকে দক্ষতা মূল্যায়ন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ। এ লক্ষ্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল পলিটেকনিক ও টিএসসির শিক্ষকদের NTVQF/BNQF/NSQF সনদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ; ২.৩ মূল্যায়নের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে এসেসমেন্ট

	নিয়োজিত হতে সহযোগিতা প্রদান।	৪.২ বৈদেশিক বাজারে গ্রহণযোগ্য মূল্যায়ণ পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রয়োজনে বৈদেশিক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যায়ণ; ৪.৩ বিদেশগামী কর্মীদের বিভিন্ন অকুপেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন মাস্টার ট্রেইনার তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ; ৪.৪ বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অকুপেশন ভিত্তিক রিসোর্সপুল গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে বিদেশ ফেরত দক্ষ কর্মীদের রিসোর্সপুলে অন্তর্ভুক্তকরা; ৪.৫ বিদেশ ফেরত কর্মীদের অকুপেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের Skill re-skilling, up-skilling করে পুনরায় বিদেশ পাঠানো বা সংশ্লিষ্ট অকুপেশন ভিত্তিক পেশায় নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ/স্ব-কর্মে নিয়োজিত হতে সহযোগিতা প্রদান; ৪.৬ বিদেশগামী কর্মীদের সফট স্কিলস (ভাষা, ইমিগ্রেশন, বিমান ব্যবহার, বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ, সংশ্লিষ্ট দেশের কালচার ও আচার সম্পর্কে) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; ৪.৭ বিদেশগামী কর্মীদের জন্য জীবন বীমা/স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রম চালু করা।
০৫	সার্ভিস সেক্টরের (সরকারি/বেসরকারি) বিশেষায়িত অকুপেশন/প্রফেশনসমূহের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।	৫.১ সার্ভিস সেক্টরের (সরকারি/বেসরকারি) বিশেষায়িত অকুপেশন/প্রফেশনসমূহের জন্য প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন, প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ /প্রশিক্ষক নির্বাচন/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরীর বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের প্রতিনিধি এবং এ সেক্টরের প্রফেশনাল ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও একাডেমিশিয়ানগণের সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা কমিটি গঠন; ৫.২ সার্ভিস সেক্টরের বিভিন্ন অকুপেশন/প্রফেশন এ প্রশিক্ষণ দানের জন্য সরকারি/বেসরকারি/NRB এবং প্রফেশনাল ও বিশেষজ্ঞ এবং একাডেমিশিয়ানদের নিয়ে একটি রিসোর্সপুল গঠন করা; ৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সরকারি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উপযুক্ত মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।
০৬	BEZA, BEPZA (EPZ), High Tech Parkসমূহে স্থাপিত শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা নিরূপন করে সে অনুযায়ী দক্ষ কর্মী, ব্যবস্থাপক ও পেশাজীবী তৈরীর বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।	৬.১ BEZA, BEPZA (EPZ), High Tech Parkসমূহে স্থাপিত শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা নিরূপন করে সে অনুযায়ী দক্ষ কর্মী, ব্যবস্থাপক ও পেশাজীবী তৈরীর বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধি, পেশাজীবী এবং শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করতে হবে; ৬.২ BEZA এর আওতায় নির্মিত শিল্পাঞ্চলসমূহের উৎপাদন ও সার্ভিস সেক্টরে প্রয়োজনীয় জনবলের ধরণ বিশেষভাবে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

		কর্মসূচী গ্রহণ করা।
১০	Life long learning and Continuous Education and Training (CET) এর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ।	১০.১ Life long learning and Continuous Education and Training (CET) এর মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে প্রযোজ্য সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা; ১০.২ সরকারি-বেসরকারি শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও সেবা সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য Life long learning এবং CET বাস্তবায়নে নীতিমালা/আইনগত কাঠামো তৈরী করা; ১০.৩ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের Life long learning and CET এর প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সৃষ্টির নীতিমালা তৈরী।
১১	দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে কর্মপ্রাপ্তির জন্য সংযোগ স্থাপন।	১১.১ সরকারি বেসরকারি অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সেক্টর ভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা; ১১.২ প্রশিক্ষণ কারিকুলামে শিল্প প্রতিষ্ঠানে গিয়ে হাতে-কলমে শিখার সুযোগ রাখা; ১১.৩ প্রশিক্ষণ শেষে সংশ্লিষ্ট অকুপেশন/ ট্রেড/ টেকনোলজি ভিত্তিক অকুপেশনে ১-২ বছর মেয়াদি Apprentiseship ব্যবস্থা চালুকরণ; ১১.৪ প্রতিটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জব প্লেসমেন্ট সেল ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা। জব প্লেসমেন্ট সেল ও ইনকিউবেশন সেন্টার কর্তৃক উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ভেনচার ক্যাপিটাল ও বাণিজ্যিক ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে পুজি/ লোনের ব্যবস্থা করা; ১১.৫ যোগ্য কর্মীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার সুযোগ রাখা।
১২	বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরে (উৎপাদন ও সেবা সেক্টর) নিয়োগযোগ্য কর্মীদের পদনাম, পদ সোপান, পদে নিয়োগের যোগ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে একটি তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা।	১২.১ উৎপাদন সেক্টরের ইমফরমাল সেক্টর থেকে অতিক্ষুদ্র, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পখাতে বিভিন্ন অকুপেশন ভিত্তিক দক্ষকর্মী, ব্যবস্থাপক ও প্রফেশনাল এবং সার্ভিস সেক্টরের বিভিন্ন অকুপেশন ও প্রফেশন সম্পর্কে একটি জাতীয় তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা; ১২.২ উৎপাদন ও সার্ভিস সেক্টরের সকল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা কাঠামো, বেতন কাঠামো, চাকুরীর শর্ত ইত্যাদি বিষয়সমূহ চূড়ান্ত করার জন্য সরকারি ও প্রফেশনাল বডিসমূহে সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রস্তাবনা তৈরী করে সরকারের অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ; ১২.৩ সকল সেক্টরে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য সরকার/ মালিক পক্ষের সহায়তায় জীবন বীমা কার্যক্রম চালু করা।
১৩	কারিগরি পেশা এবং কারিগরি শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।	১৩.১ দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দেশ-বিদেশে মর্যাদা সম্পন্ন কর্মের সুযোগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৫	কারিগরি ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরি শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য Global Partnership এবং Bench Marking এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	১৫.১ বিভিন্ন সেক্টরের উৎপাদন ও সার্ভিস সেক্টরের বিভিন্ন অকুপেশন ও প্রফেশনে দক্ষকর্মী ও জনবল তৈরীর ক্ষেত্রে সেক্টর ভিত্তিক MNC, বিদেশী TVET Institute, বিদেশী TVET Certifications Authority (TESDA, Phillipines, ITE, Singapore), বিদেশি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান (TAFE, City & Guilds etc), গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে সমঝোতা/এমওইউ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১৬	দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক সৃষ্টি/ দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা আধুনিকায়নে Whole of Government Approach অনুসরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।	১৬.১ দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরী অর্থাৎ দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, উৎপাদন ও সার্ভিস সেক্টরের বিভিন্ন এসোসিয়েশন, প্রফেশনাল বডিস, একাডেমিশিয়ান সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সামগ্রিকভাবে সকলে মিলে একই নীতিতে ও গতিতে বাস্তবায়ণ; ১৬.২ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার মান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ, বিশেষ করে প্রাথমিক/বেসিক শিক্ষার মান উন্নয়নের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।

<u>**মধ্য মেয়াদিঃ**</u>

ক্রমিক	সুপারিশ	বাস্তবায়ন কৌশল
০১	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্যঃ (i) জাতীয় দক্ষতা মান (NTVQF/ BNQF/NSQF) বাস্তবায়ন কাঠামো, (ii) Apprentiseship বাস্তবায়ন কাঠামো, (iii) Public-Private Partnership, (iv) Global Partnership in TVET এবং, (v) বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরে (উৎপাদন ও সেবা সেক্টর) নিয়োগযোগ্য কর্মীদের পদনাম, পদ সোপান, পদে নিয়োগের যোগ্যতা, অপসারণ ইত্যাদি সুনির্দিষ্টকরণ। এই সকল বিষয়সমূহ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	১.১ জাতীয় দক্ষতা মান (NTVQF/ BNQF/NSQF), বাস্তবায়ন কাঠামোসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নযোগ্য আইনী ভিত্তির উপর দাড় করাতে হবে; ১.২ Apprentiseship Ordinance 1962, Apprentiseship Rules 1966 এবং শ্রম আইন ২০০৬ এ উল্লেখিত Apprentiseship বিষয়ক অধ্যায় (অধ্যায়-১৮) পর্যালোচনাপূর্বক Apprentiseship বিষয়ক নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে; ১.৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা স্থানীয় শিল্প (উৎপাদন ও সেবা) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও চাহিদা ভিত্তিক করার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বেসরকারি বিভিন্ন সেক্টরের অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হব; ১.৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিরেখে Standard & Bench Marking করার জন্য MNC, বিদেশী TVET Institute, বিদেশী TVET Certifications Authority (TESDA, Phillipines, ITE, Singapore), বিদেশি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান (TAFE,

পরিস্থিতি বিবেচনায় শিল্পের (উৎপাদন ও সেবা) চাহিদা অনুযায়ী জনবল সরবরাহে সক্ষম মানসম্পন্ন সমন্বিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; (iii) দক্ষতাকে চাকুরী প্রদান ও Carrier Development এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং; (iv) Life long learning-কে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদানের বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন হবে।

৮.৪ প্রতিবেদনে উল্লেখিত চ্যালেঞ্জসমূহ এবং প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ বিবেচনা প্রসূত এবং বাস্তবতার নিরিখে উল্লেখ করা হয়েছে। সমুদয় বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি সমন্বিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণীত হলে স্থানীয় শিল্পের চাহিদা এবং বৈদেশিক কর্মের উপযোগী দক্ষ কর্মী/টেকনিশিয়ান, ব্যবস্থাপক ও প্রফেশনালস তৈরীতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

২০/৮/২০২১

ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি
(অতিরিক্ত সচিব)
ও
মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

৪-৭-২০২১
তৌহিদুজ্জামান পাভেল
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৬৯৭২৬
ফ্যাক্স: ৯৫৮৪৪৬৬
ইমেইল: sastec1@tmed.gov.bd

নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৫৩.১৬.০০১.২০.২১১/১(১৬)

তারিখ: ২০ আষাঢ় ১৪২৮
০৪ জুলাই ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), ঢাকা।
৩) নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ), ঢাকা।
৪) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫) অতিরিক্ত সচিব , কারিগরি অনুবিভাগ , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক, জাতীয় জনসংখ্যা ও গবেষনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), ঢাকা।
৭) যুগ্মসচিব, কারিগরি অধিশাখা , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৮) পরিচালক, নির্বাহী সেল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, উপসচিব (কারিগরি) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১) সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), ঢাকা।
১২) সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), ঢাকা।
১৩) সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই), ঢাকা।
১৪) রেজিস্টার, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আই ইউ টি), গাজীপুর, ঢাকা।
১৫) নির্বাহী পরিচালক, আন্ডারপ্রিভিলেজড চিলড্রেনস এডুকেশনাল প্রোগ্রাম (ইউসেপ) , ঢাকা।
১৬) অফিস কপি।

৪-৭-২০২১
তৌহিদুজ্জামান পাভেল
সিনিয়র সহকারী সচিব

ক্রম নং	অনুচ্ছেদ নং	যাহা আছে	এনএসডিএ এর মতামত
			• NSQF কে BNQF এর সাথে সমন্বয়পূর্বক কাজ করা হবে। • এছাড়াও, দক্ষতা প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের জন্য প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন-২০২০ সহ প্রয়োজনীয় গাইডলাইন ইতোমধ্যে জারী করা হয়েছে। • কভিড পরিস্থিতির উন্নতি হলে এনএসডিএ প্রশিক্ষন কার্যক্রম শুরু করবে।"
০৩	৫.১.৩	ক) ১ম লাইনে- "জাতীয় দক্ষতামান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সনদায়নের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দায়িত্ব পালন করছে।" খ) শেষের লাইন- "বর্তমানে NTVQF/BNQF অনুযায়ী NSDA ও দক্ষতা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।"	ক) এটিকে নিম্নরূপে লেখা যেতে পারে: "জাতীয় দক্ষতামান (NTVQF) অনুযায়ী প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সনদায়নের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দায়িত্ব পালন করছে।" খ) শেষের লাইনটিকে নিম্নরূপে লেখা প্রয়োজন: "বর্তমানে NSQF/BNQF অনুযায়ী NSDA দক্ষতা মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার কাজ হাতে নিয়েছে।" এছাড়াও এ প্যারাতে নিম্নরূপ তথ্য সংযোজন করা প্রয়োজন: "এনএসডিএ-তে নিবন্ধিত সরকারি-বেসরকারি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান Skills Training Provider (STP)-এর সংখ্যা ১৬০টি, প্রণীত Competency Standard (CS) ৬১টি।"
০৪	৫.১.৫	বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে/সার্ভিস সেক্টরে সীমিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে কিন্তু পদ্ধতি ও সংখ্যার পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ ডাটাবেজ নাই। কর্মরত কর্মীদের Skills re-Skills & up-Skills সম্পর্কে কোন ডাটাবেজ নাই।	অনুচ্ছেদের শেষে নিম্নের তথ্য সংযোজন করা যেতে পারে: "এনএসডিএতে বিভিন্ন শিল্প সেক্টর/সার্ভিস সেক্টরের কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের চাহিদা ও সরবরাহসহ অন্যান্য সম্পৃক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কেন্দ্রিয় ডেটাবেইজ বা National Skills Portal স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।"
	অনুচ্ছেদ ৬.০ (চ্যালেঞ্জসমূহ)		
০৫	১.৪	সেক্টরভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	এখানে উল্লেখিত বাক্যের পরে নিচের বাক্য দুটি লেখা প্রয়োজন।

ক্রম নং	অনুচ্ছেদ নং	যাহা আছে	এনএসডিএ এর মতামত
		প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং মূল্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক অ্যাসেসর তৈরি। সরকারি পলিটেকনিক/টিএসসিসমূহকে দক্ষতা মূল্যায়ন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সহযোগীতাকরণ। এ লক্ষ্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল পলিটেকনিক ও টিএসসির শিক্ষকদের NTVQF সনদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।"	BNQF/ NSQF/ NTVQF লেখা প্রয়োজন। এছাড়াও, অনুচ্ছেদ শেষে নিম্নরূপ সংযোজন প্রয়োজনঃ "এনএসডিএ নিবন্ধিত STP সমূহের প্রশিক্ষকদের NSQF এর আওতায় সনদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।"
১২	৩.১	"RPL সনদ প্রদানের জন্য চিহ্নিত RTO সমূহের সক্ষমতা যাচাই করে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বাছাই করা।"	অনুচ্ছেদটিকে নিম্নরূপে লেখা যেতে পারে: "RPL সনদ প্রদানের জন্য চিহ্নিত RTO/STP সমূহের সক্ষমতা যাচাই করে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বাছাই করা।" এখানে আরো সংযোজন করা প্রয়োজন যে, "এনএসডিএ ইতোমধ্যে আরপিএল সনদায়ন গাইডলাইন এবং ফ্রি-ল্যান্সার সনদায়ন গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে। গাইডলাইনগুলো অনুসরণ করে আরপিএল সনদায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।"
১৩	৯.৬	"বাধ্যবাধকতা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।	বাস্তবতার প্রেক্ষিতে "বাধ্যবাধকতা" শব্দের পরিবর্তে ''অগ্রাধিকার দেয়া হবে" এভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন।
১৪	১৪.১	ভবিষ্যত অর্থনীতি, ভবিষ্যত চাকুরী ও ভবিষ্যত দক্ষতা ইত্যাদি এবং 4.0IR সহ অন্যান্য নতুন চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার লক্ষ্যে এবং দেশের বিদ্যমান Demographic Divident বিবেচনায় নিয়ে দেশের চাহিদা ও বিদেশের শ্রমবাজারের উপযোগী দক্ষ কর্মী, ব্যবস্থাপক তৈরির বিষয়সমূহ নিয়মিত পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি সতন্ত্র ও শক্তিশালী জাতীয় Manpower Council গঠন করার ব্যবস্থা গ্রহণ;	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা বিবেচনা করিয়া কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পেশাগত প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নপূর্বক শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন প্রয়োজন- মর্মে উদ্দেশ্যসমূহ পুরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালযের অধীন এনএসডিএ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর গভর্ণিং বোর্ডের চেয়ারম্যান; মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এর ভাইস-চেয়ারম্যান; এছাড়াও একাধিক মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগসহ একাধিক মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, এফবিসিসিআই, আইএসসি এর প্রতিনিধি এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। এনএসডিএ এর কার্যনির্বাহী কমিটি সভাপতি

সংলাগ-৩

FBCCI

1292

The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry

০৮ আগস্ট, ২০২১

এফবিসিসিআই/টিএফ/২০২১/৬৯

মহাপরিচালক,
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,
ক-৪/বি আগারগাঁও, প্রশাসনিক এলাকা শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা

বিষয়ঃ দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরী সংক্রান্ত প্রস্তাবনা।

প্রিয় মহাপরিচালক,

আসসালামু আলাইকুম।

উন্নয়নশীল দেশের উপযোগী অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরির বিষয়ে প্রস্তাবনা/সুপারিশ তৈরির উদ্যোগ নেয়ায় এফবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গত ৪ জুলাই, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরির জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়নের বিষয়ে গঠিত কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত বিষয়ে এফবিসিসিআই-কে মতামত প্রেরণের জন্য আমরা ইতিমধ্যে সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী চেম্বার ও খাতভিত্তিক এসোসিয়েশনকে অনুরোধ জানিয়েছি। এছাড়া গত ১লা আগস্ট, ২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর একটি পলিসি ডায়লগ অনুষ্ঠানও করা হয়েছে। চেম্বার ও এসোসিয়েশন হতে লিখিত প্রস্তাবনার পরিমাণ আশানুরুপ না হওয়ায় আমরা আবার তাদেরকে চিঠি প্রেরণ করেছি। সংশ্লিষ্ট চেম্বার ও এসোসিয়েশনের মতামত গ্রহনপূর্বক এফবিসিসিআই-এর প্রস্তাবনা প্রেরণের জন্য ২৫ আগস্ট, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময় প্রদানের অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

০৮/০৮/২০২১
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

অনুলিপিঃ
সভাপতি মহোদয়ের একান্ত সচিব, এফবিসিসিআই

The Federation of Bangladesh
Chambers of Commerce and Industry
FBCCI ICON
60, Motijheel Commercial Area,
Dhaka-1000, Bangladesh

88-02-9561714, 9560456 PABX: 9560102-3
secretariat@fbcci.org
9576261
www.fbcci.org

ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট সার্ভিস, কুকিং, এয়ার হোস্টেস, কেবিন ক্রু, টিকেটিং এন্ড রিজারভেশন ম্যানেজার, এয়ারপোর্ট গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং, হেয়ারড্রেসার, ফুড হাইজিন এন্ডসেফটি, লন্ড্রি সার্ভিস, কেয়ার গিভার, ডায়েটিশিয়ান, বিউটিশিয়ান ইতাদি)।

ঙ) ফ্যাসিলিটিজ ম্যানেজমেন্ট (FM):

চ) Professional/Technology based Occupation: ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, মার্কেটিংস্পেশালিস্ট, আইসিটি স্পেশালিস্ট

ছ) সফটস্কীল: ইংরেজিভাষা, আরবি/চায়নিজ/ফ্রেঞ্চ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), কর্ম-সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন ও সামাজিক রীতি-নীতি